দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 4 JAN. 2012.
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ২ ......

তাণ্ডব দিয়ে বর্ষবরণ ছাত্রলীগের

□ ফারুক হোসাইন

ছাত্রলীগের তাণ্ডবে বছরের শুরুতেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নতুন বছরের প্রথম তিনদিনেই দেশের ৭ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ভিসির স্ত্রী, ছেলে, সাধারণ ছাত্র ও পুলিশসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৭০ জন। উদ্ধার করা হয়েছে ১টি পিস্তলসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও ভিসির দ্বন্দ্বে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি)। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)।

এসব ঘটনার সাথে ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। কেউ জড়িত থাকলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এই সরকারের তিন বছরের ধারাবাহিক এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া। পদকে ব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থের কারণে তারা এসব করছে বলে মনে করেন তিনি। জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের আনুগত্য করলে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে করেন আরেক সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ।

বছরের শুরুতেই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ফি বৃদ্ধির দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে হামলা করেছে ছাত্রলীগ। আধিপত্য বিস্তার, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজিই এর প্রধান কারণ বলে মনে করছেন অনেকেই। তবে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নিজেদের এই সংঘর্ষের দায় চাপাচ্ছেন অন্য ছাত্র সংগঠনের উপর। তাদের দাবি- ছাত্রলীগের নামে অন্যরা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের তাণ্ডবে বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [illegible]

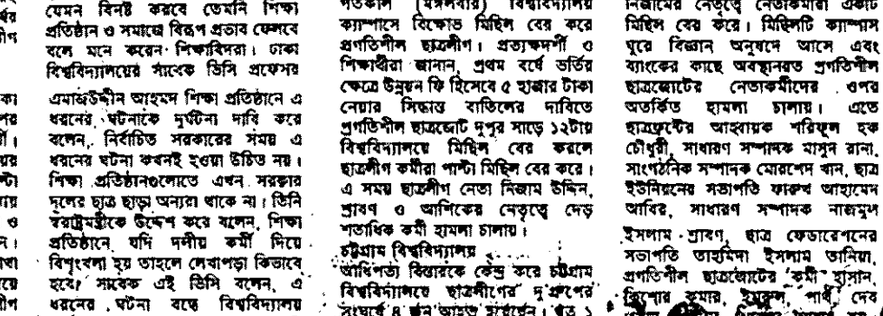

নতুন বছরের প্রথম তিন দিনে ৭ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষে আহত ৭০

পৃঃ ১০ ক ৪

তাণ্ডব দিয়ে বর্ষবরণ ছাত্রলীগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটেছে কয়েকজন ছাত্রের। এমই ধারাবাহিকতায় নতুন বছরকেও সংঘর্ষের মাধ্যমেই স্বাগত জানিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়েছে ২ ছাত্রলীগ কর্মী। গত সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এই সংঘর্ষ ও ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ছাত্রলীগের তানভীরুল ইসলাম শিমুল ও রেদওয়ান উল্লাহ আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় ইট দিয়ে শিমুলের মাথা থেঁতলে দেয়া হয় এবং বেল্ট দিয়ে পেটানো হয়। এ ঘটনায় দোষী ছাত্রলীগ কর্মী আদনান, রেদওয়ান, সাখাওয়াত হোসেন সোহান, মুন্নার বিরুদ্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগ; বরং তারা ছাত্রলীগের কর্মী নয় বলে দাবি করেছেন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সাধারণ ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে বুয়েট থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনদিনব্যাপী সাধারণ ছাত্রদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে বুয়েট কর্তৃপক্ষ গত সোমবার ডিসিপ্লিনারি কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর আগে গত ২৮ ডিসেম্বর ৬ষ্ঠ ব্যাচের বিদায়ী কনসার্টে ছাত্রলীগ করার কারণে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে তিন শিক্ষার্থী। এই কনসার্টে জুনিয়রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ নিয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। পরে ৩১ ডিসেম্বর দুপুরে দ্বীপসহ কয়েকজন ষষ্ঠ ব্যাচের ছাত্রলীগ কর্মী ঈশানকে পিটিয়ে হাত ও পা ভেঙে দেয়। এরপর থেকেই ঘটনায় জড়িতদের স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য প্রো-ভিসি কার্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ১ জানুয়ারি রাতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর কাছ থেকে ১টি পিস্তলসহ অসংখ্য দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে ১ কর্মীকে। রাবি'র বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সেলিমের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্রলীগ কর্মী খালিদ হাসান নয়নের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এর জের ধরে রোববার রাতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে সেলিমের সমর্থকরা হাতুড়ি, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে নয়নকে বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবিনিময়সহ ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

শিক্ষাবিদদের বক্তব্য

এ ধরনের ঘটনা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যেমন বিনষ্ট করবে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনাকে দুর্ঘটনা দাবি করে বলেন, নির্বাচিত সরকারের সময় এ ধরনের ঘটনা কখনই হওয়া উচিত নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন সরকার দলের ছাত্র ছাড়া অন্যরা থাকে না। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি দলীয় কর্মী দিয়ে বিশৃংখলা হয় তাহলে লেখাপড়া কিভাবে হবে? সাবেক এই ভিসি বলেন, এ ধরনের ঘটনা বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে। যারাই জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সরকারের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আনুগত্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যাবে। যার প্রতিক্রিয়া সমাজে পড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক সাবেক ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সরকারের তিন বছর সময় ধরেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে অথচ সরকারের কোন মাথাব্যথা দেখছি না। তিনি বলেন, যেখানে অন্য ছাত্র সংগঠন নেই সেখানে তারা নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন গ্রুপে সংঘর্ষ করছে। এর পেছনে মূলত পদকে ব্যবহার করে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব কাজ করছে বলে তিনি মনে করেন।

জবি সংবাদদাতা জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবিতে ব্যাংক অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের উপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ দফায় দফায় এ হামলা চালায়। এতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ৩ ছাত্রীসহ অন্তত ১৬ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল ও স্থানীয় সুমনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে শরিফুল হক চৌধুরী, আজাদ ও জেমস। এদিকে হামলার পরও উন্নয়ন ফি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকে অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংক শাখার প্রবেশপথে জোটের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন। তারা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাংকে যাওয়ার মূলগেটে তালা লাগিয়ে দেন। তখন নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে হামলায় ৬ শিক্ষার্থী আহত ও ৩ ছাত্রী লাঞ্ছিত হয়েছেন। অতিরিক্ত ভর্তি ফি প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল (মঙ্গলবার) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে প্রগতিশীল ছাত্রলীগ। প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষার্থীরা জানান, প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি হিসেবে ৫ হাজার টাকা নেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোট দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল বের করলে ছাত্রলীগ কর্মীরা পাল্টা মিছিল বের করে। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা নিজাম উদ্দিন, শ্রাবণ ও আশিকের নেতৃত্বে দেড় শতাধিক কর্মী হামলা চালায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ৪ জন আহত হয়েছেন। গত ১ জানুয়ারি রাতে শাহ আমানত হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)

কুয়েটে ছাত্রলীগের হামলায় আহত হয়েছে অন্তত ৪০ জন। ঘটনার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। কুয়েটের অমর একুশে হলে বার্ষিকভোজে নিম্নমানের খাবার দেয়ার প্রতিবাদ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। চাপাতি-রামদা-রড-লাঠি-শিকল নিয়ে ছাত্রলীগের শতাধিক নেতা-কর্মী হলের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তিনতলা হলের প্রতিটি তলায় সামনে যাকেই পেয়েছে বেধড়ক পিটিয়েছে, কুপিয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। ২ জানুয়ারি সাধারণ শিক্ষার্থীরা বার্ষিকভোজে নিম্নমানের খাবারের প্রতিবাদ করলে আয়োজক কমিটির সদস্য ছাত্রলীগ নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় হলের ১০টি কক্ষ ভাংচুর করা হয়। একই সময় ভিসির বাসভবনে হামলা করেছে ছাত্রলীগ। এতে ভিসির স্ত্রী মেহেরুন নেসা লতা ও পাঁচ বছরের ছেলে অনন্ত আহত হয়েছে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ভিসির বাসভবন, গার্ডরুম, ভিসির গাড়ি ভাংচুর করে।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি)

১ জানুয়ারি রাত ৮টায় ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাস ও প্রশাসনিক ভবন এবং গাড়ি ভাংচুর করে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী ও শাবিপ্রবি'র ভিসি প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শাবিপ্রবি। ১ জানুয়ারি নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ইউজিসি চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠানের ভিসি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

পুলিশের উপস্থিতিতে তালা ভেঙে ফেলেন এবং ব্যাংকের প্রবেশপথে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম শ্রাবণ ও নিজামের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস ঘুরে বিজ্ঞান অনুষদে আসে এবং ব্যাংকের কাছে অবস্থানরত প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক শরিফুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোরশেদ খান, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ফারুখ আহমেদ আবির, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম শ্রাবণ, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি তাহমিদা ইসলাম তানিয়া, প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কর্মী হাসান, কিশোর কুমার, ইমরুল, পার্থ, দেব প্রশান্ত, রিজিস, আজাদ আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় শরিফুল হক চৌধুরী, আজাদ ও জেমসকে ঢাকা মেডিক্যেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে দুপুর পৌনে ১টার দিকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারের সামনে আবারো সংগঠিত হলে ছাত্রলীগ দ্বিতীয় দফা তাদের উপর হামলা চালায়। এতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের জেমস এবং মিত ও তিথি নামের অপর দু'ছাত্রী লাঞ্ছিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ফারুক আহমেদ আবির ছাত্রলীগের হামলার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি আরো বলেন, আমাদের ব্যাংকে অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। হামলার প্রতিবাদে বুধবার ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করা হবে। এদিকে জবি শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আকন্দ ইনকিলাবকে জানান, আমরা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিয়ে ব্যস্ত ছাত্রলীগ এ ঘটনায় জড়িত নয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের সংঘর্ষ হয়ে থাকতে পারে বলে তিনি জানান।

এ প্রসঙ্গে প্রক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, এ বিষয়ে প্রক্টোরিয়াল বডির সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। দোষীদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ইনকিলাবকে বলেন, তাদের এটি একটি অযৌক্তিক আন্দোলন। আন্দোলনের নামে ব্যাংকে অবরোধের যৌক্তিকতা নেই। হামলাকারীদের বিষয়ে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ

এদিকে সারাদেশে বিদ্যমান শিক্ষাবাণিজ্য এবং কুয়েট, বুয়েট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও প্রগতিশীল ছাত্রজোট। ছাত্রলীগের এই হামলার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে তারা। এ সময় এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের হামলার নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

জানুয়ারি তীব্র বাক-বিতণ্ডা হয় আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে। ইউজিসি চেয়ারম্যানে শাবি পরিবারকে চরম অপমান করেছেন- এ দাবিতে ভিসি ভবনে অবস্থান ও প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেন আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকবৃন্দ। সেই সঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অসম্মান বোধ করেন, এমন বক্তব্য ভিসির পরিহার করার দাবি জানান বামপন্থী শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ভিসি। পরবর্তীতে তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

এসব ঘটনার সাথে ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই দাবি করেছেন ছাত্রলীগ সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম। নেতৃবৃন্দ দাবি করেন কুয়েট, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের ঘটনায় ছাত্রলীগের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের কোন কমিটি নেই। তাই যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা ছাত্রলীগের কেউ নয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর পরে তদন্ত কমিটি এসব ঘটনা তদন্ত করবে বলে তিনি জানান। তবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের উপর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হামলা চালালেও ছাত্রলীগ সভাপতি দাবি করেন ছাত্রলীগ তাদের উপর হামলা করেনি।